গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন | ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা | এপ্রিল-জুন ২০১৩ খ্রি.

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান প্রদান

বিগত ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধসে দেশের ইতিহাসে স্মরণকালের ভয়াবহতম মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। নয় তলার ঐ ভবনটিতে দুর্ঘটনাকালীন হাজার হাজার পোশাক শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। দুর্ঘটনা পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতায় মোট ১,১৩১টি মৃতদেহ উদ্ধার হয়। জীবিত উদ্ধার হয় প্রায় আড়াই হাজার জন। সাভারের এই মানবিক বিপর্যয়ে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন হতাহতদের সাহায্যার্থে সামর্থ অনুযায়ী শুকনো খাবার, পানীয় জলসহ মানবিক সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসে।

সাভারে সংগঠিত ভবন ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে বিএইচবিএফসি মানবিক অর্থ-সাহায্যও প্রদান করে। গত ৫ মে, রবিবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করা হয়। কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলী (বাঁ থেকে দ্বিতীয়) প্রধানমন্ত্রীর হাতে উক্ত চেক তুলে দেন। এসময় কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (ডান দিক থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রশাসন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার (সর্ব ডানে) উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, ইতোপূর্বে, কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একদিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থও উক্ত ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে প্রদান করা হয়।

সাভারে মানবিক বিপর্যয়ে শোকাহত জাতি

শোকাহত বিএইচবিএফসি পরিবার

"যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে
যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।"
–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সিরাজগঞ্জে অফিস উদ্বোধন ঃ

বিএইচবিএফসি-কে বিশেষায়িত ব্যাংকে রূপান্তর করতে হবে – এইচ টি ইমাম

গত ৮ জুন সিরাজগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের একটি নতুন রিজিওনাল অফিস খোলা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। শহরের শহীদ মুনসুর আলী অডিটোরিয়ামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্পোরেশনের ২৯-তম শাখা অফিস হিসেবে সিরাজগঞ্জ রিজিওনাল অফিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া) আসনের সাংসদ মো. শফিকুল ইসলাম শফি এবং মহিলা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেত্রী মিসেস জিন্নাত আরা হেনরী, কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলী, স্থানীয় জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার উপস্থিত ছিলেন। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মো. মুয়াজুম হোসেন এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. হোসেন আলী হাসান। এছাড়া, জেলার বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার আমন্ত্রিত অতিথি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এইচ টি ইমাম সরকারের ভিশন-২০২১-এর লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও অর্জিত সফলতার চিত্র তুলে ধরেন। সরকারের লক্ষ্য অর্জনে স্বীয় কর্মক্ষেত্রে কর্পোরেশন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করায় তিনি এর বর্তমান কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। কর্পোরেশনের ঋণ প্রদান প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রীতা পরিহার করে এক্ষেত্রে দ্রুততা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি ধন্যবাদ জানান। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা গৃহায়ণ সংকট নিরসনে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে তিনি সকলকে অবগত করেন। এ সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সরকার নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। আগামী দিনের খাদ্য-নিশ্চয়তা এবং আবাসন সংকট প্রসঙ্গে তিনি চাষযোগ্য ভূমি সাশ্রয় করে গ্রামাঞ্চলে বিএইচবিএফসি'র ঋণে উর্ধ্বমুখী আবাসন নির্মাণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সর্বস্তরের মানুষের গৃহায়ণে কর্পোরেশনের অবদান এবং প্রতিষ্ঠানটির মূল সমস্যা-এর তহবিল সংকটের বিষয়ে তিনি অবগত বলে জানান। কর্পোরেশনের তহবিল সংকটের স্থায়ী সমাধান করতে বিএইচবিএফসি-কে একটি বিশেষায়িত ব্যাংকে রূপান্তর করতে হবে বলে তিনি অভিমত প্রদান করেন। এইচ টি ইমাম কর্পোরেশনের তহবিল সংকট মোকাবেলায় এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের প্রস্তাবসমূহ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে উত্থাপন ও এ ব্যাপারে সরকারের সমর্থন আদায়ের আশ্বাস দেন।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় পর্ষদ চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলী গৃহায়ণ খাতে সংশ্লিষ্টদের অধিকতর মনোযোগ প্রদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সাথে সাথে মানসম্মত গৃহের চাহিদা এবং এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। দেশের মানুষের গৃহ-চাহিদা পূরণে বিএইচবিএফসি-কে যে কোন মূল্যে তহবিল সংকট কাটিয়ে উঠতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। নিয়মিত উল্লেখযোগ্য পরিমান আয়কর প্রদানকারী কর্পোরেশনের অনুকূলে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ রাখারও অনুরোধ জানান তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সহজ শর্তে তহবিল পেলে কম সুদে উপজেলা পর্যায়ে ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার অবকাশ রয়েছে। জনাব ইয়াছিন আলী কর্পোরেশনের তহবিল সংকটের স্থায়ী সমাধান করতে এটিকে একটি বিশেষায়িত ব্যাংকে রূপান্তরের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন।

সভাপতির বক্তব্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার কর্পোরেশনকে একটি আধুনিক, গতিশীল ও যুগোপযোগী সেবামুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিবরণ তুলে ধরেন। তাঁর গৃহীত কার্যকরী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে দেশে বিদেশে বিএইচবিএফসি'র সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সাম্প্রতিক সময়ের সংস্কারমূলক কার্যক্রমের ফলে কর্পোরেশনের সেবার মানের উন্নতি, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানটির প্রধানতম সমস্যা হিসেবে তহবিল সংকটকে চিহ্নিত করেন। তহবিলের অপ্রতুলতার কারণে প্রত্যাশা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না বলে তিনি প্রধান অতিথিকে অবগত করেন। সারাদেশে ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বিশেষ তহবিল হতে ২০০.০০ কোটি টাকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ণ তহবিল হতে ৩০০.০০ কোটি টাকার তহবিল প্রাপ্তি এবং জাতীয় বাজেটে ৫০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া সংক্রান্ত আবেদনের বিষয়সমূহ তুলে ধরেন। তিনি তহবিল সংকটের স্থায়ী সমাধানের জন্য কর্পোরেশনকে গৃহায়ণ ব্যাংকে রূপান্তর করার বিষয়ে মাননীয় প্রধান অতিথি'র আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। পরিশেষে, সিরাজগঞ্জের মানুষের গৃহায়ণ সমস্যা সমাধানে এ অফিসটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিএইচবিএফসি-তে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি দল :
একহাজার কোটি টাকার ঋণ প্রস্তাব পর্যালোচনা

THE WORLD BANK
Working for a World Free of Poverty

বিএইচবিএফসি
বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

বিগত দু'বছরে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে। এসময় কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ এবং বিশেষকরে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে তহবিল বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম শুরু করা হয়।

কর্পোরেশনের ঋণ প্রবাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং তা সর্বস্তরের মানুষের জন্য সহজলভ্য করার পথে প্রধান অন্তরায়-এর মূলধন স্বল্পতা । এ সমস্য সমাধানে এ সময়ে নানাবিধ পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিশেষতঃ মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলের নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য ভূমি-সাশ্রয়ী উর্ধ্বমুখী আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিশ্ব ব্যাংকে এক হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ প্রস্তাব এ ক্ষেত্রে একটি দুর্লভ উদ্যোগ। সংস্থাটির ঋণ সার্বজনীনকরণ এবং এ লক্ষ্যে মূলধন সংগ্রহের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার নিকট কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এটিই প্রথম ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির প্রস্তাবনা।

কর্পোরেশনের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার দায়িত্ব গ্রহনের পর বিগত মে-২০১২ মাসে ওয়াশিংটন ডিসি-তে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ব্যাংক এবং আইএফসি আয়োজিত Habitable Housing (আবাসযোগ্য বাসস্থান) শীর্ষক সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সময় তিনি বিশ্বব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে স্বল্প খরচে নির্মাণযোগ্য ভূমি-সাশ্রয়ী গৃহায়ন ব্যবস্থার অনুকূলে আন্তর্জাতিক এ সংস্থাটির ঋণ সহায়তার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায়, পরবর্তীতে একটি সুনির্দিষ্ট ঋণ প্রস্তাব প্রণয়ন করে সরকারের মাধ্যমে তা বিশ্বব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়।

দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা সভার একটি মূহুর্ত। (বাঁ থেকে ডানে) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপ-সচিব, আনোয়ার হোসেন, বিশেষজ্ঞ–বিশ্ব ব্যাংক, মিস্ আনা ও' ডুন্যাল এবং বিশ্ব ব্যাংক কনসালটেন্ট, মি. ইরা পিপারকর্ন। কর্পোরেশনের পক্ষে আলোচক হিসেবে (ডান সারিতে বাঁ-থেকে) উপস্থিত ছিলেন পর্ষদ চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আফরোজা গুল নাহার এবং মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) কফিল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী

- ১ হাজার কোটি টাকার ঋণ প্রস্তাব
- ৩ থেকে ৫ তলা বিশিষ্ট ছয় হাজার হাউজিং ইউনিট
- ৭টি বিভাগ থেকে নির্বাচিত ২০টি জেলায় ৫ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে
- বার্ষিক ৬ থেকে ৭ শতাংশ হার সরল সুদে ঋণ দেয়া হবে
- প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ৩০ হাজার মানুষ সরাসরি উপকার ভোগ করবে

বিগত ২ এপ্রিল তারিখে বিশ্ব ব্যাংকের দুই সদস্যের এক প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের সদর দফতর পরিদর্শন ও কর্তৃপক্ষের সাথে মত বিনিময় করেন। এ সময় কর্পোরেশনের পর্ষদ কক্ষে দ্বি-পাক্ষিক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি মিস্ আনা ও' ডুন্যাল এবং মি. ইরা পিপারকর্ন এক হাজার কোটি টাকার এ ঋণ প্রস্তাবের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনার শুরুতে ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার কর্পোরেশনের ঋণ প্রস্তাবের প্রেক্ষিত, যৌক্তিকতা, ঋণের জন্য টার্গেট গ্রুপ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্পোরেশনের সক্ষমতার বিষয়ে প্রতিনিধি দলকে অবহিত করেন। এরপর পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে কর্পোরেশনের কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র তুলে ধরা হয়। মত বিনিময় সভায় বিশ্ব ব্যাংকে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপ-সচিব আনোয়ার হোসেন বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। আলোচনায় বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধিবৃন্দ কর্পোরেশনের ঋণ প্রস্তাব সংক্রান্ত প্রাসংগিক নানা বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান। এসময় কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপকদ্বয় তাদের প্রশ্নের জবাব দেন।

সভার শেষ পর্যায়ে কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়াম্যান মো. ইয়াছিন আলী বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি দলকে বিএইচবিএফসি-তে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। তিনি কর্পোরেশনের ঋণ প্রস্তাবটির যথার্থতা এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থপনা কর্তৃপক্ষের মহতী ভাবনার বিষয়ে প্রতিনিধি দলকে অবহিত করেন।

৫ মে ২০১৩'র তান্ডবলীলা:

এমন ধ্বংসযজ্ঞ আগে কখনও দেখেনি জাতি!

বিএইচবিএফসি'র ক্ষয়-ক্ষতি ঃ

- তিনটি প্রধান ফটক ও ভবনের ক্ষতি ঃ টাকা ১২ কোটি
- বিদ্যুৎ, টেলিফোন, কম্পিউটার ও স্যানিটারি সিষ্টেম এবং তাপানুকূল ব্যবস্থা ঃ টাকা ০৫ কোটি
- সম্পূর্ণ ভস্মীভূত ২টি পাজোরো জীপ ঃ টাকা ০১ কোটি
- ভাংচুরে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি প্রাইভেটকার ঃ টাকা .১৭ কোটি

সর্বমোট ঃ টাকা ১৮.১৭ কোটি

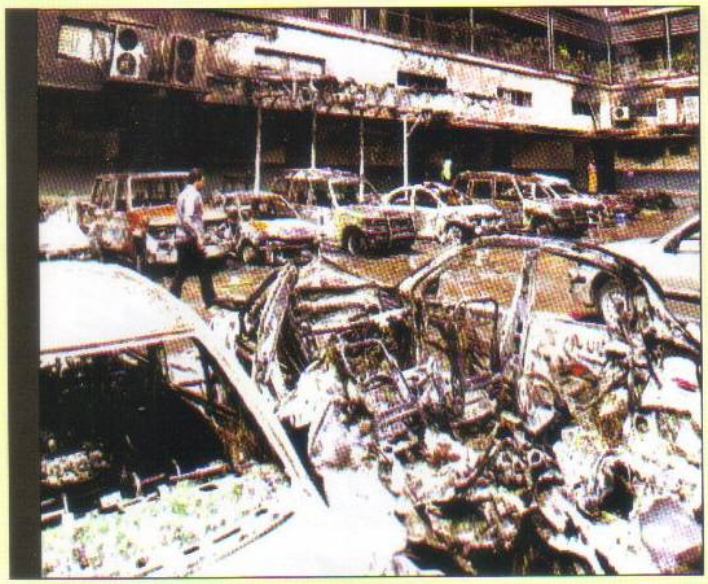

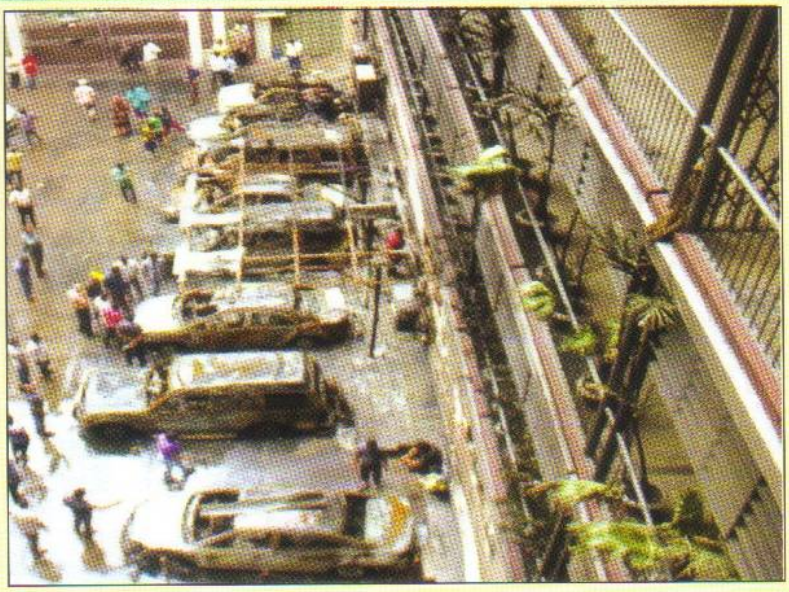

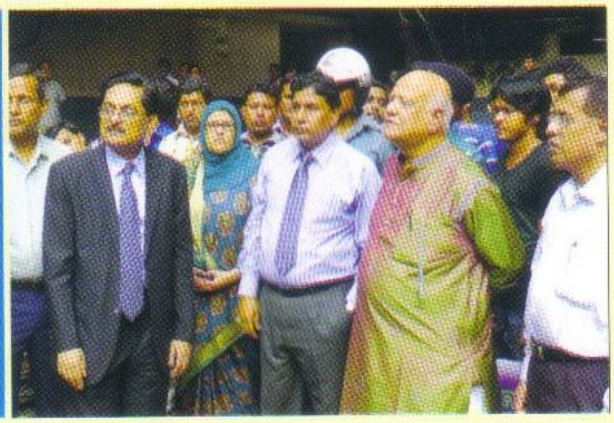

ধ্বংসযজ্ঞের দৃশ্য দেখছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

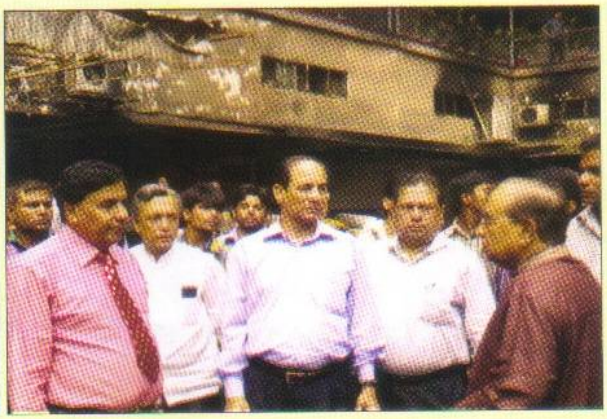

প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম; ঘটনার বর্ণনা শুনছেন

ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা ঘুরে দেখছেন ব্যাংকিং সচিব ড. এস আসলাম আলম

অচিন্তনীয় ! অমানবিক ! নজীরবিহীন !

৫ মে ২০১৩ খ্রি.। এ দিন হেফাজতে ইসলাম নামীয় একটি সংগঠন ঢাকা অবরোধ ও সমাবেশ কর্মসূচী পালন করে। ঐ দিন রাজধানী ঢাকার পুরানা পল্টন ও মতিঝিল এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংগঠনটির উক্ত কর্মসূচীতে অংশ নেয়া উচ্ছৃংখল কিছু মানুষ ২২, পুরানা পল্টনস্থ বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের সদর দফতরে অবর্ণনীয় ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করে। প্রথমে তারা কর্পোরেশন ভবনের নিচতলায় জনতা ব্যাংকে আগুন ধরিয়ে দেয়।

বাহিরে অবিরাম সংঘর্ষ এবং ধ্বংসযজ্ঞ চললেও প্রধান প্রবেশদ্বারসমূহ বন্ধ করে কর্পোরেশন ভবনের সবগুলি অফিসে কার্যক্রম যথারীতি অব্যাহত ছিল। উচ্ছৃংখল জনতা ব্যাংক এবং ভবনের বহিরাংশে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে ক্ষান্ত হয়নি। তারা দুটি ফটক ভেঙ্গে ভবন চত্বরে প্রবেশের চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

সন্ধ্যা ৬টা-১০মিনিটে উচ্ছৃংখল জনতা ফটক ভেঙ্গে কর্পোরেশন চত্বরে প্রবেশ করে। তারা পার্কিং-এ থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির গাড়ীসমূহের উপর হামলা চালায়। গাড়ীসমূহ নির্বিচারে ভাংচুরের পর তারা এতে অগ্নিসংযোগ করে। ভবনের দরজা-জানালা এবং ভঙ্গুর জিনিসপত্র তছনছ করে। ঐ সময়টিতে শুধু বিএইচবিএফসি'রই ১৮.১৭ কোটি টাকার ক্ষতি সাধিত হয়। বিশেষায়িত সেবামূলক একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে এহেন, অমানবিক ধ্বংসযজ্ঞ নজীরবিহীন; প্রতিটি বিবেকবান মানুষই এ ঘটনায় হতভম্ব ও বাকরুদ্ধ।

সম্প্রতি ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়া-প্যাসিফিক ইউনিয়ন ফর হাউজিং ফিন্যান্স-এর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থাটির অন্যতম সদস্য বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (বাম দিক থেকে দ্বিতীয়) কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক এ সংস্থাটির এক আলোচনা সভায় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন বিশ্ব ব্যাংকের হাউজিং ফাইনান্স কনসালট্যান্ট জায়গাম মাহমুদ রিজ্‌ভী (বাম থেকে চতুর্থ)। সভায় উপস্থিত আছেন এপিইউএইচএফ-এর ভাইস চেয়ারম্যান ও ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাংক অব ইন্ডিয়া -এর চেয়ারম্যান মি. ভি. আর. ভার্মা (বাম দিক থেকে ৫ম)।

বিএসটিডি'র জার্নাল প্রকাশনা উৎসবে বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক

গত ১৬ মার্চ, বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতির 'প্রশিক্ষণ' শীর্ষক ষান্মাসিক জার্নাল এর এক প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার ফার্মগেটে অবস্থিত বিএসটিডি কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি ড. সা'দত হুসাইন (ডান থেকে দ্বিতীয়) প্রধান অতিথি হিসেবে জার্নালটির (ভলিউম-২০, নম্বর-২) মোড়ক উন্মোচন করেন। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিএসটিডি'র নির্বাহী সদস্য ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (চেয়ারম্যান-এর ডানে-১ম) মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলা নববর্ষ ও হালখাতা উদ্‌যাপন

- উপস্থিত গ্রহীতা : ১৩৫৯ জন
- প্রতিশ্রুতি : ১৯.৬৩ কোটি টাকা
- আদায় : ১১.৫৪ কোটি টাকা

পহেলা বৈশাখ ১৪২০ উপলক্ষ্যে বিএইচবিএফসি সপ্তাহব্যাপী শুভ হালখাতা, গ্রাহক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। মোট ২৮টি রিজিওনাল ও আঞ্চলিক অফিসে একযোগে এ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলীসহ প্রতিষ্ঠানটির সর্বস্তরের নির্বাহী এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলিতে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানে আগত ঋণ গ্রহীতাদের সাথে কুশল বিনিময় ও খেলাফী ঋণ পরিশোধে গ্রহীতাদের উদ্বুদ্ধ করেন।

জোন-৪, (মিরপুর) ঢাকা, অফিসে উপস্থিত গ্রহীতাদের সাথে মত বিনিময় করেছেন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলী

হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স

প্রায় ২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নান্দনিক ও আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ

২৪ মার্চ ২০১৩ : প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

এক বছরে কোর্স আয়োজন ঃ ৫ টি
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংখ্যা ঃ ১৩৯ জন

মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের বিকল্প নাই। একটি দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএইচবিএফসি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে চলেছে। কর্পোরেশনের বর্তমান পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের সূচনা করেছেন। এ ধারায় সম্প্রতিককালে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কর্পোরেশনের ট্রেনিং সেন্টারটিকে আধুনিক সাজ-সজ্জা ও সুযোগ-সুবিধাসহ পুণর্গঠন করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান: প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার। বাঁ-দিকে উপবিষ্ট মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আফরোজা গুল নাহার। ডানে: কফিল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন)।

বিধিবদ্ধভাবে নির্ভুল হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও নিপুনতার পরিচায়ক। অডিট স্বচ্ছতা ও জবাবদীহিতা নিশ্চিত করে। কর্পোরেশনের হিসাব ব্যবস্থাকে উন্নততর মানে উন্নীতকরণ এবং কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদীহিতার উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে হিসাব ও অডিট শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সটির আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং জবাবদীহিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও তাগিদ রয়েছে।

বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের ধারাবাহিকতায় গত ১২ মে, কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হিসাব ও অডিট শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। কোর্সে কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণ, বিশেষ করে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ, অংশগ্রহণ করেন। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশাসন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার।

আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃপ্রতিষ্ঠান থেকে মনোনীত প্রশিকক্ষবৃন্দের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্সটির সফল সমাপ্তিতে গত ১৬ মে এ সংক্রান্ত এক সমাপনী অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলী সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার।

সমাপনী অনুষ্ঠান : একজন প্রশিক্ষণার্থীকে সনদপত্র তুলে দিচ্ছেন পর্ষদ চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলী। উপস্থিত আছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (ডান থেকে তৃতীয়)।

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের সংস্থাপন ও সাধারণ সেবা বিভাগের ইলেকট্রিশিয়ান মো. আব্দুর রশিদ বিগত ২৮.০৪.২০১৩ খ্রি. তারিখে, রোজ রবিবার, সকাল ৯.৩০ টায় ঢাকাস্থ হলি ফ্যামিলী রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি উচ্চ রক্তচাপ ও লিভারের সমস্যাজনিত রোগে ভুগছিলেন। জনাব রশিদ ১৯৬৫ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার খারড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ খ্রি. তারিখে কর্পোরেশনের চাকুরিতে যোগদান করেন। কর্মজীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল কর্মী হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল।

মৃত্যুকালে মো. আব্দুর রশিদের বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের পক্ষ থেকে জনাব রশিদ-এর মৃত্যুতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা যাচ্ছে।

পরিচালনা পর্ষদে ২০১১-২০১২ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট অনুমোদন

গত ২৭ জুন ২০১৩ কর্পোরেশনের সদর দফতরে পরিচালনা পর্ষদের ৩৯২-তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্পোরেশনের ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বহি:হিসাব নিরিক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়। পর্ষদ চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলীর (মাঝে) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (ডান দিক থেকে চতুর্থ), মহাব্যবস্থাপকদ্বয় এবং নিরীক্ষা ফার্ম 'এ মতিন এন্ড কোং'-এর একজন নির্বাহী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অর্থবছরে কর্পোরেশন ১৫১.৭৯ কোটি টাকার মুনাফা অর্জন করেছে যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৩৯.৫৭ কোটি টাকা বা ৩৫.২৬% বেশি। এ সময় ঋণ বিতরণ বেড়েছে ৩১.৪৩%। প্রসঙ্গত, এ অর্থবছরে কর্পোরেশনের শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ কমে ১৪.০৪% -এ দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এ বাবদ কর্পোরেশনে সঞ্চিতি খাতে কোন প্রভিশন ঘাটতি নেই। উক্ত অর্থবছর শেষে বিএইচবিএফসি'র মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,২৫৬.৪১ কোটি টাকায় এবং এ সময়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রদত্ত আয়করের পরিমাণ ৪৩.১৫ কোটি টাকা।

(কোটি টাকায়)

সূচক	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২
ঋণ মঞ্জুরী	২৯৮.৮৬	৩৬৬.৬৪
ঋণ বিতরণ	২২৪.৩৩	২৯৪.৮৪
ঋণ আদায়	৪১৩.৪৫	৪১৮.৭৭
মুনাফা	১১২.২২	১৫১.৭৯

অর্থবছর ২০১২-২০১৩ : সকল সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

২০১২-২০১৩ অর্থবছরকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় বর্ষ হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। খেলাফী ঋণ আদায়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কর্তৃপক্ষের দিক-নির্দেশনা এবং সার্বিক আদায় কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিংয়ের ফলে এ অর্থবছরে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চারশ ষাট কোটি টাকারও বেশি। আদায়কৃত এ টাকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খেলাফী ঋণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য, আদায় বৃদ্ধির সাথে সাথে এ সময়ে ঋণ মঞ্জুরী, ঋণ বিতরণ এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

(কোটি টাকায়)

সূচক	২০১১-২০১২	*২০১২-২০১৩	*প্রবৃদ্ধির হার
ঋণ মঞ্জুরী	৩৬৬.৪৭	৫৪১.৪৫	৪৭.৭৫%
ঋণ বিতরণ	২৯৪.৮৪	৪৩৩.৩৯	৪৬.৯৯%
ঋণ আদায়	৪২৮.৭৭	৪৬০.২০	৭.৩৩%
মুনাফা	১৫১.৭৯	১৬৫.১৬	৮.৮১%

* প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী

সম্পাদক মন্ডলী ঃ **এ. কে. এম মান্নান ভূঞা,** উপ-মহাব্যবস্থাপক (পিএইচআরডি), **আবু বকর সিদ্দিক খান,** প্রিন্সিপাল অফিসার
মো. বদিউজ্জামান, প্রিন্সিপাল অফিসার, **মোছা. জুবাইদা খাতুন,** প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশনা ঃ **পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন**
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০, E-mail : bhbfc@bangla.net, Web : www.bhbfc.gov.bd